বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০১৮ ও বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৭ প্রাপ্তদের তথ্যাবলী

বন অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

উপকারভোগীর আত্মকথা

প্রাপ্ত স্থান	:	প্রথম
নাম	:	জনাব মো: বেলাল হোসেন
পিতা	:	মৃত আলী আহাম্মদ
গ্রাম	:	সিংগারদীঘি
উপজেলা	:	শ্রীপুর
জেলা	:	গাজীপুর

মো: বিলাল হোসেন, পিতা- মৃত- আলী আহাম্মদ, সাং- সিংগারদিঘী, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা- গাজীপুর ২০০৪ সনে উক্ত বাগানের উপকারভোগী হিসাবে সম্পৃত হওয়ায় বনের চারাগুলি নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করি। গাছচুরি প্রতিরোধের জন্য টহল করি টং বানিয়ে উক্ত বাগানে রাত্রি যাপন করি। বাগানের গাছগুলি পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বন বিভাগের লোকজন আমাকে সবসময় সহযোগিতা করেছেন। দীঘ ১০ বছর বাগানের গাছগুলি পরিচর্যার পর আমার লভ্যাংশের হিস্যা বাবদ ১০,০৫,০০০/- (দশ লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা) পাবো শুনে আমি খুবই আনন্দিত। আমি পুনরায় উক্ত বাগানের জায়গায় চারা রোপণ করে আরো সুন্দর বাগান সৃজন করার প্রত্যাশা করি ।

উপকারভোগীর আত্মকথা

প্রাপ্ত স্থান	:	দ্বিতীয়
নাম	:	লিলি বেগম
স্বামী	:	সমেজ উদ্দিন
গ্রাম	:	সজিদচালা
উপজেলা	:	কালিয়াকৈর
জেলা	:	গাজীপুর

লিলি বেগম, স্বামী- সমেজ উদ্দিন, গ্রাম- মজিদচালা, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা- গাজীপুর ২০০৪ সনে বন বিভাগের উপকারভোগী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে বাগান সৃজন করি। রোপিত চারাগুলি নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করি। চারাগুলি যাতে আগাছা, পরগাছায় আক্রান্ত হয়ে নষ্ট না হতে পারে এবং গরু, ছাগল ও দুস্কৃতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে না পারে সে জন্য পাহাড়াসহ দেখাশুনা করি এবং গাছ বড় হওয়ার পর তা যাতে চুরি না হতে পারে তার জন্য টহল করি এবং টং বানিয়ে উক্ত বাগানে রাত্রি যাপন করি। বাগানের গাছগুলি পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বন বিভাগের কর্মকতা/ কর্মচারীগণ আমাকে সব সময় সহযোগিতা করেছেন। দীর্ঘ ১০ বছর বাগানের গাছগুলি পরিচযার পর আমার লভ্যাংশের হিস্যা বাবদ ৭,৩১,৭০০/- (সাত লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশত টাকা) পাবো শুনে আমি খুবই আনন্দিত। আমি পুনরায় উক্ত বাগানের জায়গায় চারা রোপণ করে আরো সুন্দর বাগান করার আশা রাখি।

উপকারভোগীর আত্নকথা

প্রাপ্ত স্থান	:	তৃতীয়
নাম	:	বেগম রাবিয়া
স্বামী	:	মো: রুস্তম আলী
গ্রাম	:	জানপাড়া
উপজেলা	:	কালিয়াকৈর
জেলা	:	গাজীপুর

বেগম রাবিয়া, স্বামী- মো: রুস্তম আলী, গ্রাম- জানপাড়া, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা- গাজীপুর ২০০৪ সনে বন বিভাগের সহিত সম্পৃক্ত হয়ে বন বিভাগের জায়গায় বাগান সৃজন করি। বনের জায়গায় রোপিত গাছগুলি যাবতীয় পরিচযাসহ, গরু, ছাগলের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেভাবে আমার পরিবার ও অন্যান্য উপকারভোগী ভাইদের সহযোগিতায় পর্যায়ক্রমে পাহাড়সহ টহল প্রদান করি। গাছ চুরি প্রতিরোধের জন্য টহল করি এবং টং বানিয়ে উক্ত বাগানে রাত্রি যাপন করি। বাগানের গাছগুলি পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বন বিভাগের লোকজন আমাকে সব সময় সহযোগিতা করেছেন। দীর্ঘ ১০ বছর বাগানের গাছগুলি পরিচর্যার পর আমার লভ্যাংশের হিস্যা বাবদ ৭,২০,০০০/- (সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা) পাবো শুনিয়া আমি খুবই আনন্দিত । আমি পুনরায় এই বাগানের জায়গায় চারা রোপন করে আরো সুন্দর বাগান গড়ে তুলব এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করছি।

উপকারভোগীর আত্নকথা

প্রাপ্ত স্থান	:	৪র্থ
নাম	:	জনাব ওয়াজ উদ্দিন
পিতা	:	মৃত জহুর উদ্দিন
গ্রাম	:	জানপাড়া
উপজেলা	:	কালিয়াকৈর
জেলা	:	গাজীপুর

ওয়াজ উদ্দিন, পিতা- মৃত- জহুর উদ্দিন, গ্রাম- জানপাড়া, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা- গাজীপুর ২০০৪ সনে সৃজিত বাগানের উপকারভোগী হিসাবে সম্পৃক্ত হয়ে রোপিত চারাগুলি খুবই যত্ন করে লালন-পালন করি। রোপিত চারাগুলো যাতে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো আগাছা,পরগাছায় আক্রমন করে বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য তা পরিস্কার করি এবং গরু, ছাগল দ্বারা যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য বাগান এলাকায় পরিবারের সদস্যদের ও অন্যান্য উপকারভোগীদের সহযোগিতায় পর্যায়ক্রমে সাবক্ষনিক টহল প্রদান করি এবং টং বানিয়ে বাগানে রাত্রি যাপন করি। বাগানের গাছগুলি পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বন বিভাগের লোকজন আমাকে সব সময় সহযোগিতা করেছেন। দীর্ঘ ১০ বছর বাগানের গাছগুলি পরিচর্যার পর আমার লভ্যাংশের হিস্যা বাবদ ৬,৬৩,৭৫০/- (ছয় লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা) পাবো শুনে আমি খুবই আনন্দিত। আমি পুনরায় উক্ত কর্তিত বাগান এলাকায় চারা রোপন করে আরো সুন্দর বাগান সৃজন করবো এ প্রত্যাশা করছি।

উপকারভোগীর আত্মকথা

প্রাপ্ত স্থান	:	৫ম
নাম	:	জনাব মো: আমজাদ হোসেন
পিতা	:	মৃত. মো: আলিমুদ্দিন
মাতা	:	মোছা: আমেনা বেগম
গ্রাম	:	চরচান্দিরা
ডাকঘর	:	ইসুবপুর, উপজেলা: ধামইরহাট, জেলা: নওগাঁ

আমি ১৯৯১-৯২ আর্থিক সালে সামাজিক বনায়নে একজন উপকারভোগী নির্বাচিত হই। আমি উপকারভোগী নির্বাচিত হয়ে ১৯৯১-৯২ আর্থিক সালে বনায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। উপকারভোগী নির্বাচিত হয়ে বন বিভাগের পরামর্শক্রমে ২.৫৮ একর বাগান রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচর্যার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করি। আমি একজন গরীব অসহায় মানুষ। বন বিভাগের গাছ পরিচর্যা করা অবস্থায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আমার বাগান বিক্রি হয়। বাগান বিক্রয়ের পর আমার লভ্যাংশের প্রায় ৬,২৫,৪৪২/- টাকা পাবো। সংসারে আমার ২ ছেলে ও ১টি মেয়ে রয়েছে। উক্ত টাকা পেয়ে নতুন ঘরবাড়ি তৈরীসহ ছেলে-মেয়ের লেখা-পড়া এবং জমি ক্রয় করিব। ইহাতে আমার অন্যত্র দিন মজুরী করিতে হইবে না। সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত থাকার কারণে আমি সমাজে একজন স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে উঠেছি। বন বিভাগ সামাজিক বনায়নে মানুষকে দারিদ্র বিমোচনে সহযোগিতার একটি ভাল পথ এবং আমি পরবর্তীতে আমার উক্ত বাগান সমুহ পূব্যের চেয়েও বেশি পরিচর্যা করব।

উপকারভোগীর আত্নকথা

প্রাপ্ত স্থান	:	৬ষ্ঠ
নাম	:	মোছা: মরিয়ম বেগম
স্বামী	:	মৃত সাহাদৎ হোসেন
মাতা	:	মোছা: আমেনা বেগম
গ্রাম	:	চরচান্দিরা
ডাকঘর	:	ইসুবপুর, উপজেলা: ধামইরহাট, জেলা: নওগাঁ

আমার ১৯৯১-৯২ আর্থিক সালে সামাজিক বনায়নে একজন উপকারভোগী নির্বাচিত হই। উপকারভোগী নির্বাচিত হইয়া ১৯৯১-৯২ আর্থিক সালে বনায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আমার স্বামী উপকারভোগী নির্বাচিত হলে ২.১৪ একর বাগান বন বিভাগের উপদেশক্রমে স্বামীর সাথে বাগান রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচর্যার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করি। আমি একজন গরীব অসহায় মানুষ, অন্যের বাড়ীতে ঝি এর কাজ করি। বন বিভাগের গাছ পরিচর্যা করা অবস্থায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আমার বাগান বিক্রি হয়। বাগান বিক্রয়ের পর আমার লভ্যাংশের প্রায় ৬,১৫,৮৭০/- টাকা পাবো। সংসারে আমার ১টি মাত্র প্রতিবন্ধী ছেলে রয়েছে। টাকার অভাবে ছেলের চিকিৎসা করাতে পারি নি। টাকা পাইলে ছেলের চিকিৎসা ও কিছু জমি বন্ধক বা ক্রয় করিব। ইহাতে আমার অভাব থাকিবে না ও অন্যের বাড়ীতে ঝি এর কাজ করিতে হইবে না। গাছ পরিচর্যার জন্য বন বিভাগ আমাকে টাকা দেওয়ার জন্য মহান আলাহর কাছে দেশের সরকারকে দোয়া করছি।

উপকারভোগীর আত্মকথা

প্রাপ্ত স্থান	:	৭ম
নাম	:	জনাব মো: ইমান আলী
পিতা	:	মৃত জসিম উদ্দিন
গ্রাম	:	মজিদচালা
উপজেলা	:	কালিয়াকৈর
জেলা	:	গাজীপুর

মো: ইমান আলী, পিতা- মৃত- জসিম উদ্দিন, গ্রাম- মজিদচালা, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা- গাজীপুর ২০০৪ সনে সৃজিত বাগানের উপকারভোগী হিসাবে সম্পৃক্ত হয়ে রোপিত চারাগুলি নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করি। রোপিত চারার পরিচর্যা ও বন বিভাগের সাথে বাগান রক্ষণাবেক্ষন কাজে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করছি। রোপিত গাছগুলো বড় হলে যাতে চুরি না যায় সে জন্য টহল করি এবং টং বানিয়ে উক্ত বাগানে রাত্রি যাপন করি। বাগানের গাছগুলি পরিচযা এবং রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বন বিভাগের লোকজন আমাকে সব সময় সহযোগিতা করেছেন। দীর্ঘ ১০ বছর বাগানের গাছগুলি পরিচর্যার পর আমার লভ্যাংশের হিস্যা বাবদ ৫,৮৭,৩৪০/- (পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার তিনশত চলিশ টাকা) পাবো শুনে আমি খুবই আনন্দিত। পুনরায় উক্ত বাগানের জায়গায় চারা রোপন করিয়া আরো সুন্দর বাগান করব।

‘ক’-শ্রেণী: প্রাথমিক বিদ্যালয়/ উচ্চ বিদ্যালয়/ এবতেদায়ী মাদ্রাসা/ সিনিয়র মাদ্রাসা

প্রাপ্ত স্থান : প্রথম

নাম : পয়শা উচ্চ বিদ্যালয়
পয়শা

উপজেলা : লৌহজং

জেলা : মুন্সিগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় পয়সা উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯২৬ সালে ২.২০ হেক্টর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের সান বাধাঁনো ঘাট বিশিষ্ট পুকুরের চারপাশে, খেলার মাঠ ও পতিত জায়গায় ফলদ, বনজ, ভেষজ ও শোভাবর্ধনকারী গাছপালার সমারোহে এক সুনিপুন বাগান সৃজন করা হয়েছে। যা এখন বিভিন্ন জাতের পাখির কোলাহলে মুখরিত থাকে। সবুজে আচ্ছাদিত অনুপম সৌন্দর্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সতেজ অনুভূতি যোগায় পাশাপাশি বিদ্যালয়ে ক্লাসের অবকাশকালীন সময়ে ছাত্র-ছাত্রী ও আপামোর জনসাধারনের সবুজের সাথে বেচে থাকাকে আলিঙ্গন করে। বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ পরিচর্যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীরা নিঃস্বার্থভাবে একযোগে কাজ করে থাকে। তাদের এই উদ্যোগ এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নে আশেপাশের জনসাধারনের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃস্টি করেছে।

প্রাপ্ত স্থান	:	দ্বিতীয়
নাম	:	চান্দিনা ডা: ফিরোজা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
উপজেলা	:	চান্দিনা
জেলা	:	কুমিল্লা

ডাঃ ফিরোজা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মচারী ও ছাত্রীদের অংশ গ্রহণে প্রত্যেক বছর নিজ উদ্যাগে কিছু কিছু বৃক্ষরোপন করা হয়। বৃক্ষরোপনের ফলে ছাত্রীরা ক্লাসের অবসরে বৃক্ষতলায় বিশ্রাম নিতে পারে, বিদ্যালয়টি ও দৃষ্টি নন্দন হয়েছে। বিদ্যালয়টিতে ফলদ গাছ সমুহের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, চালতা, পেয়ারা, বাতাবি লেবু, কদবেল, ইত্যাদি থাকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রীরা মৌসুমী ফল খেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির বনজ ও ঔষধি গাছ রোপিত হয়েছে যা বিদ্যালয়ের ভবিষ্যতের সম্পদ। সার্বিকভাবে রোপিত বৃক্ষ সমুহ পরিবেশ রক্ষায় ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

প্রাপ্ত স্থান : তৃতীয়
নাম : ০৪ নং নলদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
উপজেলা : লোহাগড়া
জেলা : নড়াইল

নিঃস্বর্গ "বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ ক্রোড়ে"- এই কথাটি যেমন সত্য তেমনি মায়ের কোল ছেড়ে ঐ শিশুরাই যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পদার্পন করে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ও তখন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তাদের কল কাকলিতে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধর এই পবিত্র শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরাজির অনন্য ভূমিকা তাদেরকে উপলব্ধি করাতে এই বিদ্যালয়ে শ্রেণি পাঠদানের পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন আইটেমের মতো বনায়নের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং শিশুদের সরাসরি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রতি বছরই ফলদ, বনজ, ভেষজ প্রজাতির বিভিন্ন বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ করা হয়। সবুজ বাংলাদেশ গড়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই কালজয়ী আহ্বান আমাদের হৃদয় স্পর্শ করায় সেই ব্রত পালনে আমাদের আরও বেগবান হয়ে বিদ্যালয় অঙ্গনে বিভিন্ন প্রকার ফলদ, বনজ, ভেষজ ও শোভাবর্ধনকারী বৃক্ষ রোপনে উৎসাহিত হই। শোভাবর্ধনকারী বিভিন্ন ফুলগাছ গুলোতে বিভিন্ন প্রজাতির অনেক বর্ণীল প্রজাপতির আনাগোনা ও বিদ্যালয়ের শিশুদের কলো কাকলীতে বিদ্যালয়টি প্রতিনিয়ত মুখরিত থাকে। সবকিছু মিলে মিশে এ যেন এক নৈস্বর্গিক দৃশ্যের অবতারনা। বিদ্যালয়টি শুধু শিশুদেরই নয় এলাকার সব শ্রেণির মানুষের চিত্ত বিনোদনের একমাত্র প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় ০৪ নং নলদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবীদার।

‘খ’-শ্রেণী: কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাপ্ত স্থান	:	প্রথম
নাম	:	শাহ নিমাত্রা সাগরনাল ফুলতলা কলেজ
উপজেলা	:	জুড়ী
জেলা	:	মৌলভীবাজার

অত্র কলেজের অধ্যক্ষ ২০১১ সালের জুন মাসে যোগদান করেন। প্রাচীর-বিহীন চার সীমানা অরক্ষিত ও অসমতল আঙ্গিনায় একটি মাত্র টিনশেড ঘর দিয়েই শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দকে নিয়েই এ প্রতিষ্ঠানের পথচলা। কোন সীমানাতেই চারা-বৃক্ষ নেই, একেবারে উদোম মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একখানা ঘর। এমতাবস্থায়, তিনি নিজেকে একজন শ্রমিক হিসেবেই ভাবতে শুরু করেন এবং যা আছে তা দিয়েই এগিয়ে যাওয়ার মাঝে ২০১২ সালের জুন মাসে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সবাইকে নিয়ে পুরোদমে বৃক্ষরোপণে নেমে বনজ, ফলদ, ভেষজ, দেশীয় বিলুপ্তপ্রায়সহ নানা জাতের গাছ-গাছালীর চারাগাছ ও নানা রকমারী ও বাহারী লতাগুল্ম দিয়ে কলেজের চার সীমানা দাড় করাতে শুরু করেন। চেরী, গুরুন্ডা, করমচা, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, জাম, জামরুল, বরই, জলপাই, আমলকি, আম, কাঁঠাল, চালতা, আমড়া, লেবু, চাম্বল, আগর, চন্দন, জারুল, আকাশমনি, মেহগিনি, নিম, রেইনট্রী, উইপিং দেবদারু, ক্রিসমাস ট্রি, কৃষ্ণচুড়া, পলাশ, শিমুল, কদম, বট গাছসহ বিভিন্ন ধরণের ফুল-গোলাপ, বেলী, জুঁই, হাসনাহেনা, ক্যকটাস, কলাবতী, পাতাবাহার, বাগান বিলাস ইত্যাদিসহ বিভিন্ন মৌসুমী ফুলের চারা ছাড়াও বর্তমানে প্রায় দেড় হাজার চারা বৃক্ষে রূপান্তরিত হতে চলছে। তাছাড়া প্রতি বছর ক্ষতিগ্রস্থ/ মরে যাওয়া গাছের জায়গায় নতুন চারা রোপণ করা হচ্ছে। দিনে দিনে সবুজের সমারোহে কলেজ আঙ্গিনাও বদলে যাচ্ছে।

প্রাপ্ত স্থান	:	দ্বিতীয়
নাম	:	চান্দিনা রেদোয়ান আহমেদ কলেজ
উপজেলা	:	চান্দিনা
জেলা	:	কুমিল্লা

চান্দিনা রেদোয়ান আহ্মেদ কলেজে শিক্ষক ও ছাত্র/ ছাত্রীদের অংশ গ্রহণে প্রত্যেক বছর নিজ উদ্যোগে কিছু কিছু বৃক্ষরোপণ করা হয়। রোপণকৃত গাছগুলো নিম্নরুপ ঃ

১. ফলদ উদ্ভিদ ঃ আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, চালতা, কলা, পেঁপে, ইত্যাদি। উক্ত গাছ সমূহ থেকে বিভিন্ন মৌসুমে ফল আহরন করা হয়ে থাকে, যা কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক কর্মচারীগন ভোগ করতে পারেন।

২. ভেষজ উদ্ভিদ ঃ থানকুনি, নিম, বাসক, তুলসী, ইত্যাদি, যা বিভিন্ন রোগের উপশম হিসাবে কাজ করে।

৩. শোভা বর্ধনকারী উদ্ভিদ ঃ জারুল, বকুল, ঝাউ, কৃষ্ণচুঁড়া, ইত্যাদি। উক্ত শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ সমুহ কলেজ ক্যাম্পাসের শোভা বর্ধন করে থাকে।

৪. ফুল জাতীয় উদ্ভিদ ঃ জবা, গোলাপ, রক্ত জবা, মেহেদী, শিউলি, বেলী, পাতাবাহার, জিনিয়া, হাসনাহেনা, সূর্যমূখী, ইত্যাদি ফুল জাতীয় উদ্ভিদ কলেজ ক্যাম্পাসে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে থাকে।

প্রাপ্ত স্থান	:	তৃতীয়
নাম	:	তৈয়বুন্নেছা খানম একাডেমী ডিগ্রী কলেজ
উপজেলা	:	জুড়ী
জেলা	:	মৌলভীবাজার

প্রকৃতির অপার সৌন্দয্যের লীলাভূমি জুড়ী উপজেলার অন্যতম বিদ্যাপীঠ তৈয়বুন্নেছা খানম একাডেমি ডিগ্রি কলেজটি ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অদ্যাবধি এলাকার সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। বেশী করে গাছ লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে ২০১৩ সালের জুন মাসের ১৫ তারিখ ক্যাম্পাসের চর্তুদিকে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়। কলেজের শিক্ষক, গভর্ণিং বডির সদস্য ও রোভার স্কাউটদলের সদস্যরা এই বৃক্ষরোপণ কাজে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রজাতির দেশীয় ফলদ, বনজ, ভেষজ ও বিলুপ্ত প্রায় সব মিলিয়ে ৫২৫টি চারা গাছ রোপণ করা হয়। কলেজ ক্যাম্পাসের চারপাশে চারা গাছগুলি দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় দৃষ্টিনন্দন ও অপরূপ বৈচিত্র্যের সমাহার ঘটেছে।

‘গ’-শ্রেণী: ইউনিয়ন পরিষদ/ উপজেলা পরিষদ/ জেলা পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন

প্রাপ্ত স্থান : প্রথম
নাম : উপজেলা পরিষদ
উপজেলা : রাউজান
জেলা : চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলা পরিষদ রাউজান উপজেলার বিভিন্ন সড়কে প্রচুর পরিমান বৃক্ষরোপণ করেছে। রাউজান উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে ২৫.০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগানে ২০১৩ সনে ০৯ প্রজাতির বনজ, ১১ প্রজাতির ফলদ, ০৭ প্রজাতির ভেষজ, ০৭ প্রজাতির শোভার্বধক ও ০৮ প্রজাতির দেশীয়-বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসহ প্রায় ২৫০০০ টি চারা রোপন করা হয়েছে। এ বনায়ন এলাকার বিভিন্ন সড়কে দেশী-বিদেশী প্রজাতির ফলজ, বনজ, ভেষজ, বিলুপ্তপ্রায়, শোভা বর্ধক, নান্দনিক উদ্ভিদ, বৃক্ষরাজী রোপণ ও বিশেষভাবে সংরক্ষণ করে এলাকার সৌন্দর্য বর্ধণ, মনোরম পরিবেশ সৃষ্টিসহ পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপকে এগিয়ে নিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। এ বনায়নের ফলে এলাকার জণগণ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে।

শহিদ জাফর সড়ক এর বনায়ন।

প্রাপ্ত স্থান : দ্বিতীয়
নাম : উপজেলা পরিষদ
উপজেলা : লোহাপাড়া
জেলা : নড়াইল

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একমাত্র উপাদান বৃক্ষরাজি। বৃক্ষহীন পৃথিবীতে প্রাণির অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। প্রাণির জীবন ধারণ উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবীর জন্য দরকার গাছপালা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে গাছের ভূমিকা অপরিসীম। পাশাপাশি আবহাওয়া, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বনজসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম।

নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে প্রায় ৩.০০ একর সরকারি ভূমিতে এবং প্রায় ১০.০ কিঃ মিঃ সড়কের পার্শ্বে উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক প্রচেষ্টায় ২০১৫ সাল হতে বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ, ভেষজ, দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় ও শোভাবর্ধনকারী ফুলের বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে প্রায় ৩৬ প্রজাতির ১৫,০০০ টি বিভিন্ন প্রকার ফলজ, বনজ, ঔষধি ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র রক্ষারক্ষেত্রে লোহাগড়া উপজেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

প্রাপ্ত স্থান	:	তৃতীয়
নাম	:	উপজেলা পরিষদ
উপজেলা	:	দেবহাটা
জেলা	:	সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলায় উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে প্রায় ৩.০০ (তিন) একর জায়গায় ২০১৫ সালে বিভিন্ন প্রজাতির মোট ২০২৫টি চারা দ্বারা বনায়ন করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, দেশীয় প্রজাতির বিবিধ ফল, টক জাতীয় ফল ও ঔষধি গাছ রক্ষা, নতুন প্রজন্মকে বর্ণিত গাছ সমূহের সাথে পরিচিত ঘটানো এবং বিলুপ্তপ্রায় গাছ সমূহকে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করার জন্য এই বনায়ন করা হয়েছিল। উপজেলা চত্ত্বরটি বনায়নের ফলে এখন জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের স্থানে পরিনত হয়েছে। পরবর্তীতে আরোও বাগান সৃজন, বৃক্ষরোপণে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ, উৎসাহ প্রদান ও বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারনা চালানো উপজেলা প্রশাসনের লক্ষ্য রয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের এই উদ্দ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

‘ঘ’-শ্রেণীঃ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সেক্টর কর্পোরেশন/ প্রতিষ্ঠান বনায়ন

প্রাপ্ত স্থান : প্রথম
নাম : জেলা প্রশাসন
জেলা : পটুয়াখালী

সাম্প্রতিক সময়ে জেলা প্রশাসন, পটুয়াখালীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসনের নিজস্ব ভূমিতে এবং বন বিভাগ, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিতে/সংযোগ সড়ক/মহাসড়কে ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে ঝড়-ঝঞ্ঝা-জলোচ্ছাসের প্রকোপে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ পটুয়াখালী জেলার জনগণের জানমাল রক্ষায় গ্রীণ বেল্ট সৃজন ও সুসংহত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালীর সার্বিক সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সরকারি ভূমিতে বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে ১০ (দশ) লক্ষ টির অধিক চারা রোপণ ও পরিচর্যা করে সফল বাগানে পরিণত করা হয়েছে। এসব বাগানে বনজ, ফলদ, ভেষজ ও শোভাবর্ধনকারী এবং বিরল প্রজাতির বিভিন্ন রকমের চারা আছে যা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকোট্যুরিজম, পশুপাখির আবাসস্থল, নতুন জেগে ওঠা চর সংরক্ষণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

জেলা প্রশাসন, পটুয়াখালী সহ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিবর্গকে বৃক্ষরোপণের মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে ড. মোঃ মাছুমুর রহমান, জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী এঁর অবদান চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে।

প্রাপ্ত স্থান : দ্বিতীয়
নাম : শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
জেলা : গোপালগঞ্জ

কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর গোপালগঞ্জ ও বন বিভাগ গোপালগঞ্জ এর মাধ্যমে সরবরাহকৃত বিভিন্ন প্রকার (প্রায় এক হাজার) ফলজ চারা/কলম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রোপন করা হয়। কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাদেরকে বৃক্ষ পরিচর্যা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন। উল্লেখ্য বালুর উপরে সামান্য মাটি ও জৈব সার দিয়ে স্বল্প সময়ে সুন্দর ফলন হয়েছে, এর ফলে অত্র হাসপাতালের পরিবেশ অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। আর এই কৃতিত্বের দাবিদার আমাদের সংগে কৃষিসম্প্রসারন অধিদপ্তর গোপালগঞ্জ ।

‘চ’-শ্রেণী: ব্যক্তিগত পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ

প্রাপ্ত স্থান	:	প্রথম
নাম	:	পায়েল দেবী আগরওয়ালা
স্বামী	:	গোপাল প্রসাদ আগরওয়ালা
সাং	:	নতুন ভূষির বন্দর
উপজেলা	:	দিনাজপুর সদর
জেলা	:	দিনাজপুর

পারিবারিক বিভিন্ন ব্যবসার পাশাপাশি স্বামীর কৃষি ও বৃক্ষ রোপণের আগ্রহ আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরনা যোগাতে শুরু করে। কৃষি জমিতে ধান ও অন্যান্য ফসল আবাদের সংগে সংগে আমার স্বামী নদী সংলগ্ন অববাহিকা এলাকায় শুরু করেন বনজ বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম। সম্পূর্ণ শখের বসে আমার স্বামী বৃক্ষ লাগাতে লাগাতে প্রায় বছরে ৩০ হাজারের মত বনজ বৃক্ষ রোপণ সম্পন্ন করেন। স্বামীর সংগে এ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা, সৃজিত বনভূমি পরিদর্শন এবং পত্র পত্রিকায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরাজির ভূমিকা ও সরকারের বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রমের প্রতি বছরে বৃক্ষ রোপণে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা এক সময় আমাকেও বৃক্ষপ্রেমী হতে আগ্রহী করে তোলে। এর পর শুরু হয় আমার নতুন করে পথ চলা। প্রায় ১২ একর জমিতে ফল ও ঔষুধি গাছ মিলিয়ে প্রায় ১৮০০০ গাছ লাগিয়েছি। যার মধ্যে ১৫ হাজার ফলজ এবং তিন হাজার ঔষধী বৃক্ষ। আম, জাম, জলপাই শরিফা, কাঁঠাল. পেয়ারা নারিকেল ছাড়াও রয়েছে নিম আমলকি, বহেরা, অজুন, সজিনা ও সোনালু এবং হরেক প্রজাতির ঔষধি বৃক্ষ।সফল বৃক্ষপ্রেমী হওয়ার পাশাপাশি রোপিত বৃক্ষ এখন আমাকে অর্থ আহরনের পথ দেখাচ্ছে। অর্থ আহরণের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পেরে নিজেকে সত্যিই সৌভাগ্যবতী মনে করছি।

প্রাপ্ত স্থান	:	দ্বিতীয়
নাম	:	জনাব আব্দুস ছালাম মন্ডল
পিতা	:	মৃত ছাখাউদ্দিন
সাং	:	ছাওড়
ডাকঘর	:	নোনাহার
উপজেলা	:	পোরশা, জেলাঃ নওগাঁ

আমি আব্দুস ছালাম মন্ডল, পিতা- মৃত ছাখাউদ্দিন, গ্রাম- ছাত্তড়, ডাকঘরঃ নোনাহার, উপজেলাঃ পোরশা, জেলা- নওগাঁ। আমি একজন গরীব কৃষক পরিবারের সন্তান। প্রথমে আমার বসত বাড়ীর আশেপাশে দু'একটি চারা রোপন শুরু করি। এরপর স্থানীয় বন বিভাগের উৎসাহে বসতবাড়ীর আশেপাশে ব্যাপকভাবে বনজ ,ফলজ, ঔষধি ও বিরল প্রজাতির বৃক্ষরোপণ শুরু করি প্রায় পনের বৎসর যাবৎ। বৃক্ষের প্রতি ভাললাগা এবং বৃক্ষরোপণ এখনও অব্যাহত আছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কারের জন্য মনোনীত হওয়ায় আরো উৎসাহিত হলাম।

প্রাপ্ত স্থান	:	তৃতীয়
নাম	:	জাহানারা শফিক
স্বামী	:	মো: শফিক উল্লাহ ভূইয়া
সাং	:	দত্তপাড়া
উপজেলা	:	লক্ষীপুর সদর
জেলা	:	লক্ষীপুর

সৃজিত বাগানের জায়গাটি পূর্বে মাঝারী ধরনের উঁচু এক ফসলা কৃষি জমি ছিল। ফসল ভাল না হওয়ায় জমিটি দীর্ঘদিন অনাবাদী পড়ে ছিল। পরবর্তীতে জমিটিতে ডাইক আকারে মাটি কেটে উঁচু করে চারা রোপন উপযোগী করে গর্ত খনন করি এবং গর্তে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করি। আমার স্বামীর সহযোগিতায় বন বিভাগের বিভিন্ন নার্সারী হইতে ফলজ, বনজ, ভেষজ ও শোভাবর্ধনকারী এবং বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন প্রজাতির চারা সংগ্রহপূর্বক রোপনের মাধ্যমে ২০১৫ ইং সনে এই বক বাগানটি সৃজন করি। বাগান সৃজনে আমার পরিবারের সকল সদস্যগণ সর্বাত্বক সহযোগিতা করায় আমার এই বাগানটি একটি সুন্দর বাগান হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বৈষ্ণিক জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য আমার এই বাগান কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। তাছাড়া ভবিষ্যতে বাগানটি আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

‘ছ’-শ্রেণী: ব্যক্তি মালিকানাধীন নার্সারী

প্রাপ্ত স্থান	:	প্রথম
নাম	:	হোসেন নার্সারী
মালিক	:	হাসিনা বেগম
পিতা	:	ওয়াজেদ আলী হাওলাদার
সাং	:	সাধুপাড়া, দামপাড়া, আশুলিয়া
উপজেলা	:	সাভার, জেলা: ঢাকা

হোসেন নার্সারী ১৯৯০ সাল থেকে রাজধানীর উত্তরায় এক খন্ড জমির উপর শখ বশত নার্সারীর ব্যবসা শুরু করি। আজ আমাদের নার্সারীর পরিমান ১০ একর এর বেশী। বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডর মোকাবেল করে আজ আমাদের সারা দেশে ৫টি নার্সারী ও পটুয়াখালীতে ১টি ফলদ ও বিরল প্রজাতির মাতৃ বাগান গড়ে তুলি। আমাদের নার্সারী গুলোতে প্রায় ৪০ জন এর অধিক পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক নিয়মিত নিয়োজিত। আজ আমরা এই ব্যবসা করে স্বাবলম্বী। জাতীয় বৃক্ষ মেলায় ১৯৯৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বিরতীহীন ভাবে দেশের সবুজায়নে অংশগ্রহন করে আসছি। একাধিক বার জাতীয় বৃক্ষ মেলা পদক ও বৃক্ষ ও ফলদ মেলায় ভূষিত হয়েছি।

প্রাপ্ত স্থান	:	দ্বিতীয়
নাম	:	ডালিয়া নার্সারী
মালিক	:	তানিয়া খাতুন
স্বামী	:	আনিছুর রহমান
সাং+ পোষ্ট	:	গদাইপুর
উপজেলা	:	পাইকগাছা, জেলাঃ খুলনা।

১৯৯৮ সালে ডালিয়া নার্সারীর কার্যক্রম শুরু করা হয়। তখন ডালিয়া নার্সারীর প্রোপাইটর মিসেস তানিয়া খাতুন তার স্বামী জানাব আনিছুর রহমান এর অনুপ্রেরনায় নার্সারীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম অবস্থায় প্রচুর অর্থনৈতিক সংকট এবং নিজের জায়গা না থাকায় ১২ কাঠা জমি ভাড়া নিয়ে নার্সারীর কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তার নার্সারীর জমির পরিমান ১৪ বিঘা। নার্সারীতে চারা উত্তোলন খরচ বাদে প্রায় ৩-৪ লক্ষ টাকা লাভ হয়ে থাকে। লাভের অর্থ দিয়ে তিনি ১৩ শতক জমি ক্রয় করেছেন। যে খানে তার নিজের কোন জমি ছিল না। বর্তমানে যে আয় হচ্ছে তাতে স্বামী ও সন্তান নিয়ে খুবই সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করতে পারছেন। এই নার্সারী তার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। নার্সারীর অর্থই তাকে বাঁচার আশা জাগিয়েছে। ভবিষ্যত পরিকল্পনা নার্সারীর এরিয়া বড় করা এবং বিভিন্ন বিলুপ্ত বিশেষ প্রজাতির চারা উত্তোলন করা ও বেকার সমস্যা দুর করা। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে জনগনকে বেশি করে গাছ লাগানোর জন্য সচেতন এবং উৎসাহ প্রদান করা।

প্রাপ্ত স্থান	:	তৃতীয়
নাম	:	সৌখিন নার্সারী
মালিক	:	মো: আতিকুল ইসলাম
পিতা	:	মো: নূরুল আলম
সাং	:	বাঘোপাড়া, গোকুল
উপজেলা	:	বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া

আমি ২০১০ সালে স্বল্প পরিসরে নার্সারী স্থাপন করে নার্সারীর কাজ শুরু করি। নার্সারীতে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফলের চারা উত্তোলন করে আমার আগ্রহটা আরও বেড়ে গেল। পাশাপাশি আমার ইচ্ছে হলো দেশের ও জাতির জন্য কিছু করি। সেই সাথে নিজের পরিবারের জন্য কিছু বাড়তি আয়েরও সংস্থান হলো। পক্ষান্তরে কিছু বেকার লোকেরও কর্মস্থান করতে পারলাম। এভাবে আমি নার্সারী স্থাপনে উৎসাহিত হই। আমি বিভিন্ন প্রজাতির চারা উত্তোলন করে গ্রামীন হাট বাজারে বিক্রি করি, আবার পার্শ্ববর্তী দারিদ্র জনগণকে কিছু কিছু বিনামূল্যে চারা বিতরণ করে গাছ লাগানোর জন্য উৎসাহিত করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করি। দেশে বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন প্রজাতির চারা উত্তোলন করে সেগুলো বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করি। ঔষধি চারা উত্তোলন করে জনগণকে সেগুলোকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়ে থাকি। এছাড়া ফলজ ও বনজ চারা লাগানোর জন্যও জনগণকে উৎসাহিত করি। এভাবে আমি পরিবারের জন্য কিছু আয় যেমন করতে পারছি তেমনি দেশ ও জাতির জন্য কিছু অবদান রাখছি বলে আমি মনে করি।

'জ'-শ্রেণী: বাড়ির ছাদে বাগান সৃজন

প্রাপ্ত স্থান	:	প্রথম
নাম	:	হান্না শুক্তি কনা
স্বামী	:	মনোজ মুখুটি
	:	বটতলা
	:	কমলাপুর
জেলা	:	ফরিদপুর

তার ছোট বেলা থেকে বাগান করার শখ ছিল। পরবর্তীতে মেয়ে জামাতার বাড়ীর ছাদে বাগান দেখে নিজের ছাদে ও বাগান করার উৎসাহ জাগে। তার নিজের ছাদে সবুজ বাগান সৃজন করে। যা থেকে ফরমালিনমুক্ত, বিষমুক্ত টাটকা ফলমুল ও শাক সবজি পাচ্ছে। তিনি পরিবারের চাহিদা মেটানোর পর প্রতিবেশীদের দিতে পারছেন। আজ তিনি চার বছর পরে কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ পুরস্কার পাওয়ায় আজ তিনি স্বার্থক। ছাদে বিভিন্ন প্রজাতির ফল মুল, শাকসবজি, ক্যাকটাস, বনসাই, সহ অনেক রকম ঔষধী ও শোভাবর্ধনকারী গাছের চারার সমাহার রয়েছে। তিনি মনে করেন আমাদের সকলের বাড়ীর ছাদে বাগান করা উচিৎ। তবেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে।

প্রাপ্ত স্থান	:	দ্বিতীয়
নাম	:	তহমিনা খাতুন
স্বামী	:	ডাঃ মোহা: হারুন-অর-রশিদ
বাড়ি নং	:	১২ উপশহর (নতুন বিল শিমলা) ক্যান্টমেন্ট রোড়, রাজপাড়া
জেলা	:	রাজশাহী

আমি তহমিনা খাতুন, একজন গৃহিণী। আমি নিজ উদ্যোগে আমার বাসার ছাদে একটি বাগান শুরু করি ২০১৪ সালে। ছাদটি ৩৮,০০ বর্গফুটের। আমার বাগানে বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ফলজ, ঔষধি ও ফুল গাছ রয়েছে। আমি নানা সময়ে বৃক্ষমেলা, পুস্পমেলা ও নার্সারী থেকে নানা প্রজাতির গাছ ও বীজ সংগ্রহ করি। আমি চেষ্টা করি দুস্প্রাপ্য প্রজাতির ফুল,ফল এবং ঔষধি গাছ সংগ্রহের। গাছগুলোকে সুস্থ রাখার জন্য আমি সর্বাত্মক যত্ন নেই। নিয়মিত পানি দেওয়ার পাশাপাশি পরিমিত সার এবং কীটনাশক দেওয়ার ফলে আমার বাগানের গাছগুলো প্রতিবছরই বেশ ভালো ফুল ও ফল দেয় এবং গাছগুলো সতেজ থাকে। আমি সর্বক্ষণ বাগানটিকে সুন্দর ও পরিস্কার রাখি। আমার ছাদবাগানে আমি নানা রকম শাকসবজি চাষ করি, সেখানে থেকে আমি আমার সংসারের শাকসবজি চাহিদা মেটাতে পারি, বাজারে যেতে হয় না। আমার সংসারের চাহিদা মেটানোর পরেও আমি আমার বাগানের শাকসবজি আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশীদের দিতে পারি। ভবিষ্যতে আমার বাগানের শাকসবজি বাজারজাত করার পরিকল্পনা আছে। আমার স্বামী বাগানটি আরও সুন্দর ও প্রসারিত করার ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ দেয় এবং সহযোগীতা করে।

প্রাপ্ত স্থান	:	তৃতীয়
নাম	:	সুলতানা ফেরদৌসী
স্বামী	:	তৌহিদুল ইকবাল
	:	মধ্য বালুবাড়ী
উপজেলা	:	দিনাজপুর সদর
জেলা	:	দিনাজপুর

পড়াশুনা শেষ করে চাকুরীতে যোগদান করি দিনাজপুর জিলা স্কুলে। সংসারী হয়ে এখানেই অবস্থান করি। আমার স্বপ্নের ঠিকানা দিনাজপুরের এই বালুবাড়ীতে। এক টুকরা জমির উপর আমার বাড়ী। বাড়ী করার পর কেন যেন মনে হতো একটা গাছ লাগানো মতো কোন জায়গা আমার নেই। ২০১১ সাল থেকে তাই টবে গাছ লাগানো শুরু করি। প্রথমে ফুল গাছ দিয়ে শুরু। আস্তে আস্তে পরিমাণ এবং বিভিন্ন ভ্যারাইটি বাড়তে থাকি। ২০১৪ সাল থেকে এটা ছাদ বাগানে রূপ নেয়।

আমার ছাদ বাগান করার একটা বাড়তি সুবিধা হলো আমার স্বামী কৃষিবিদ মোঃ তৌহিদুল ইকবাল দীর্ঘদিন যাবত রংপুর হর্টিকালচার সেন্টারের দায়িত্বে ছিলেন। তাই গাছে সার প্রয়োগ, রোগ বালাই নিয়ন্ত্রন নিয়ে আমার কোন চিন্তা ছিল না। তাছাড়া বিভিন্ন রকম গাছের কালেকশন তার মাধ্যমে। সরকারী প্রোগামে বিভিন্ন দেশে যেখানে ঘুরতে গেছে সেখান থেকে আমার ছাদ বাগানের বীজ ও চারা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে।

নিজের ছাদ বাগান থেকে সংগ্রহ করা ফল, সবজী যখন বন্ধু, আত্মীয় এবং প্রতিবেশীকে দেয় তখন তাদের অভিব্যক্তি দেখে কি যে ভাল লাগে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। শহরে ইট-পাথরের বিল্ডিং এর ভিড়ে আমার ছাদ বাগান একটা সবুজ আচ্ছাদন। একটু ছায়া, নির্মল বাতাস, বিশুদ্ধ অক্সিজেন, সেই সাথে ফরমালিনমুক্ত, বিষমুক্ত কিছু ফল, সবজী আর ফুল। একটু কষ্ট করলে যে তার ফল ভাল পাওয়া যায়, এটা তারাই প্রমান।

‘ঝ’-শ্রেণী: বন বিভাগ কর্তৃক সৃজিত বাগান

প্রাপ্ত স্থান : প্রথম

: সামাজিক বন বিভাগ

জেলা : বরিশাল

সামাজিক বন বিভাগ, বরিশাল এর আওতায় বরিশাল সদর উপজেলার ৭নং চরকাউয়া ইউনিয়নের কর্ণকাঠিস্থ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভোলা লিংক রোড দিনার জিরোপয়েন্ট পর্যন্ত সড়ক ও জনপথে ২০১৩-২০১৪ আর্থিক সালে Climate Resilient Participatory Afforestation And Reforestation Project এর আওতায় ফলদ, বনজ, ঔষধি ও সৌন্দর্য্যবর্ধক প্রায় ৫১টি প্রজাতির সমন্বয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় ১৫.০ সিডলিং কিলোমিটার বাগান সৃজন করা হয়। বিভাগীয় বন কর্মকর্তাসহ বিভাগীয় সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও উপকারভোগী সদস্য, উপজেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় ১৫,০০০টি বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়। উক্ত বনায়ন কার্যক্রমে ১০৫জন উপকারভোগী সদস্য (মহিলা/ পুরুষ) নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীকালে উক্ত বাগানে ৭৫০টি তাল বীজও বপন করা হয়। বাগানটি বর্তমানে একটি সফল ও প্রতিষ্ঠিত বাগান হিসাবে পরিগণিত। জীববৈচিত্রে ভরপুর এই বাগানটি ভবিষ্যতে পরিবেশ ও প্রতিবেশসহ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস ও বজ্রপাত প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

প্রাপ্ত স্থান : দ্বিতীয়
নাম : চরবাটা রেঞ্জ, উপকূলীয় বন বিভাগ
জেলা : নোয়াখালী

সরকার বিগত ১৯৯৩ সাল থেকে উপকূলীয় চরাঞ্চলে বসবাসকারী জনগনের জীবমান উন্নয়ন ও চরাঞ্চলের ভূমির ভাংগন ও ক্ষয়রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে চলমান প্রকল্পটির চতুর্থ পর্ব। যার আওতায় নোয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগ ম্যানগ্রোভসহ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গাছের সবুজ প্রাচীর সৃষ্টি করছে। যার অংশ হিসেবে নোয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগের চরবাটা রেঞ্জের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২০১৩ হতে ২০১৪ পর্যন্ত ৮.০ কিমি. বাঁধ বাগান সৃজন করা হয়। বাগানে রোপিত গাছের প্রজাতি ঝাউ, আকাশমনি, রেইনট্রি, বাদাম, কাজু বাদাম, খই বাবলা, অর্জুন, বয়রা, আমলকি, হরতকি, আম, জাম, কাঁঠাল, খেজুর, তাল, নারিকেল ইত্যাদি। বর্তমানে বাগানটি একটি সর্বাত্মক সফল বাগান হিসেবে পরিনত হয়েছে। বাগানে বিভিন্ন প্রজাতির পাখির কিচির মিচির ডাক শুনে এবং ঘন সবুজ সৃষ্ট প্রাচীর দেখে স্থানীয় জনগনসহ ভ্রমণকারীগণ আনন্দে পুলকিত হয় এবং তাদের চিত্ত নৈস্বর্গিক দৃশ্য দেখে মনো মুগ্ধ হয়।

প্রাপ্ত স্থান : তৃতীয়
নাম : চর আলাউদ্দিন রেঞ্জ, উপকূলীয় বন বিভাগ
জেলা : নোয়াখালী

সরকার বিগত ১৯৯৩ সাল থেকে উপকূলীয় চরাঞ্চলে বসবাসকারী জনগনের জীবমান উন্নয়ন ও চরাঞ্চলের ভূমির ভাংগন ও ক্ষয়রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে চলমান প্রকল্পটির চতুর্থ পর্ব। যার আওতায় নোয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগ ম্যানগ্রোভসহ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গাছের সবুজ প্রাচীর সৃষ্টি করছে। যার অংশ হিসেবে নোয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগের চর আলাউদ্দিন রেঞ্জের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২০১৩ হতে ২০১৪ পর্যন্ত ৮.০ কিমি. বাঁধ বাগান সৃজন করা হয়। বাগানে রোপিত গাছের প্রজাতি ঝাউ, আকাশমনি, রেইন্ট্রি, বাদাম, কাজু বাদাম, খই বাবলা, অর্জুন, বয়রা, আমলকি, হরতকি, আম, জাম, কাঁঠাল, খেজুর, তাল, নারিকেল ইত্যাদি। বর্তমানে বাগানটি একটি সর্বাত্মক সফল বাগান হিসেবে পরিনত হয়েছে। বাগানে বিভিন্ন প্রজাতির পাখির কিচির মিচির ডাক শুনে এবং ঘন সবুজ সৃষ্ট প্রাচীর দেখে স্থানীয় জনগনসহ ভ্রমণকারীগণ আনন্দে পুলকিত হয় এবং তাদের চিত্ত নৈস্বর্গিক দৃশ্য দেখে মনো মুগ্ধ হয়।

‘এ’-শ্রেণী: বৃক্ষ গবেষণা/ সংরক্ষণ/ উদ্ভাবন

প্রাপ্ত স্থান : প্রথম

নাম : ড. রফিকুল হায়দার
ডিভিশনাল অফিসার
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

চট্টগ্রাম মহানগরের বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্স্টিটিউট ক্যাম্পাসসহ বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ড. রফিকুল হায়দার এঁর নিবিড় পরিচর্যা ও মনিটরিং এর ফলে ২০১২-২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রায় ১২৮ প্রজাতির বহুজীবী, ৯৮ প্রজাতির বর্ষজীবী উদ্ভিদ সফলতার সাথে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ সমস্ত প্রকৃতিগতভাবে সংরক্ষিত ঔষধি প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে ৭৫ টি বৃক্ষ, ৫২ টি গুল্ম, ৬৮ টি বিরুৎ, ২৬ টি আরোহী এবং ১২ টি ক্রিপার মিলে মোট ২২১ টি ঔষধি উদ্ভিদ আছে। এ গবেষণায় ঔষধি উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ গবেষণা কার্যক্রমে ঔষধি বৃক্ষ ও উদ্ভিদ প্রজাতিকে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষার জন্য ঔষধি উদ্ভিদের সঠিক সনাক্ত করণ, গবেষণা ও প্রদর্শণের জন্য সংরক্ষণ করে জনগনকে আগ্রহী করে তোলা, সর্বোচ্চ ফলন পাওয়ার কৌশল উদ্ভাবন, ভবিষ্যৎ প্রোপাগেশনের জন্য জিন পুল হিসেবে উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করায় গবেষকের অবদান উল্লেখযোগ্য। ড. রফিকুল হায়দার এঁর গবেষণা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্স্টিটিউটের বিভিন্ন বুলেটিনে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাপ্ত স্থান : দ্বিতীয়
নাম : মো: ইয়ারব হোসেন
পিতা : ইছাহক মোড়ল
গ্রাম : তুজুলপুর
ডাকঘর : বলাড়াঙ্গা
উপজেলা : সাতক্ষীরা সদর, জেলা: সাতক্ষীরা

ইয়ারব হোসেন তার গাছের পাঠশালাটি ২০১৪ সালে হারিয়ে যাওয়া ও বিলুপ্তপ্রায় গাছসহ দেশীয় ও স্থানীয় গাছ সংরক্ষণ করার জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তুজুলপুর গ্রামে তার পাঠশালাটি গড়ে তোলেন। এখানে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসহ বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ফলদ, ঔষধি ও ম্যানগ্রোভসহ প্রায় ৬০০ প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে। প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন স্কুল, কলেজের শিক্ষকরা তাদের ছাত্র/ ছাত্রীদের বিলুপ্তপ্রায় গাছ ও ঔষধি গাছ চেনানোর জন্য এবং গাছের উপকারীতা সম্পর্কে সচেতনতার জন্য গাছের পাঠশালাটি পরিদর্শন করতে আসেন এবং প্রতিনিয়ত এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ গাছের পাঠশালাতে আসলে যে কেউ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে। এছাড়াও এই গাছের পাঠশালাটি মাননীয় সংসদ সদস্য, সাতক্ষীরা-২ এবং জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা সহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার সুধীজন পরিদর্শন করেন যাহা পরিদর্শন বহিতে তাদের মন্তব্যসহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইয়ারব হোসেনের গাছের পাঠশালাটি পরিবেশবান্ধব এবং তার এই উদ্যোগের জন্য বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় একাধিক বার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলেও প্রদর্শিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন-২০১৮

ক্যাটাগরী (ক) বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞানী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও সাংবাদিক

নাম : ইনাম আল হক
পাখি বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠাতা
বাংলাদেশ বার্ড ক্লাব, ঢাকা।

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অবদান

১৯৯০ থেকে পাখি ও প্রকৃতি বিষয়ক গবেষণা এবং সংরক্ষণে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।তিনি বাংলাদেশের ৭০০ প্রজাতির পাখির প্রমিত বাংলা নামের তালিকা প্রস্তুত করেছেন যা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষ-এর ২৬তম বিভাগে তিনি বাংলাদেশের ৬৫০ প্রজাতির পাখির পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের বিপন্ন প্রজাতির পাখির তালিকা Red List of Bangladesh Volume 3: Birds, ২০১৫ তৈরিতে 'লিড এসেসর' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার হাত ধরেই বাংলাদেশে বার্ড রিংগিং এবং স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং শুরু হয় এবং প্রতি বছর তাঁর তত্ত্বাবধানেই পরিযায়ী পাখির জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান/এলাকাগুলিতে বার্ড রিংগিং করা হয়। ২০০৭ সাল থেকে ইনাম আল হক বাংলাদেশে প্রথম শকুন সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়ে কাজ শুরু করেন এবং সর্বশেষ তাঁর জোরালো প্রচেষ্টা ও প্রস্তাবনার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শকুন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সারা দেশে "ডাইক্লোফেনাক" বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়। এশীয় জলচর পাখি গণনা কার্যক্রমে ২০০০ সাল থেকে জাতীয় সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থা "BirdLife International" এর সমন্বয়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ইনাম আল হক বাংলাদেশ সরকারের ওয়াইল্ডলাইফ অ্যাডভাইজরি বোর্ড- এর সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে তিনি এই ট্রাস্টের সহ-সভাপতি। ইনাম আল হক এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং তাঁর তোলা আলোকচিত্র ও নকশায় বিভিন্ন সময়ে "বাংলাদেশের পাখির বাসা, বাংলাদেশের বিশেষ পাখি, সুন্দরবনের পাখি" শিরোনামে মোট ২৬ টি ডাকটিকেট প্রকাশ করে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। পাখির আবাসস্থল, বিশেষ করে শীতে আগত পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল সংরক্ষণ এবং পরিগমনের পথ নির্ধারণে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

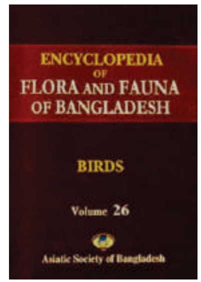

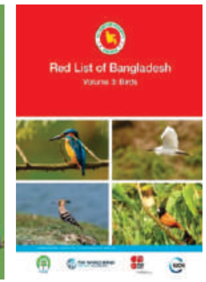

ক্যাটাগরী (খ) বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা

নাম : ড. মোঃ মফিজুল কবির
অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান

তাঁর উদ্যোগে প্রাইমেট প্রজাতিসমূহ ও এদের আবাসস্থল সংরক্ষণে, বিশেষ করে মানুষ-উল্লুক দ্বন্দ্ব, মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব নিরসনে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক জনসচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। উপজাতিদের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করতে ও তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির প্রয়াসে তিনি কাজ করে চলেছেন।

প্রকাশনা/ প্রচার

৫১ টি গবেষণা নিবন্ধ দেশী-বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ৩ টি বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাজের ও গবেষণার স্বীকৃতিস্বরুপ তিনি "Cambridge University Graduate Studies Scholarship 2001-2002; Lundgren Research Award, Cambridge 2001; Jahangirnagar University Higher Education Scholarship 1997-2000; Cambridge Commonwealth Trust Scholarship 1997-2001; Selwyn College Cott fund, Cambridge, UK 1997-98; Malaysian Commonwealth Scholar 1997; Jahangirnagar University scholarship 1986-89" অর্জন করেন।

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অবদান

দীর্ঘদিন ধরেই ড. মোঃ মফিজুল কবির বিভিন্ন প্রজাতির উভচর, সরীসৃপ হাতি, মানুষ-উল্লুক দ্বন্দ্ব নিরসন, উপজাতিদের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ভূমিকা, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, রয়েল বেঙ্গল টাইগার-এর আচরণ বিষয়ক গবেষণা এবং সংরক্ষণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ২০০৯ সাল থেকেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষক ও বক্তা হিসেবে অংশগ্রহন করে আসছেন। বন্যপ্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতি থেকে সৃষ্টি হওয়া রোগ, ভাইরাস সংক্রমণ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। উপজাতিদের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ভূমিকা- এই বিষয়ে ভিন্নধর্মী এক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ড. মোঃ মফিজুল কবির" আই ইউ সি এন হাতি এবং কুমীর বিশেষজ্ঞ দল" এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

আবাসস্থল সংরক্ষণ

বাংলাদেশের প্রাইমেট প্রজাতিসমূহ ও এদের আবাসস্থল সংরক্ষণে ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ক্যাটাগরী (গ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

নাম : নির্মল বর্মন
প্রতিষ্ঠাতা, আলী দেওনা পাখি সংরক্ষণ কমিটি,
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অবদান

নির্মল বর্মন তার নিজ গ্রাম আলী দেওনা এবং নওগাঁ, রাজশাহী ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বন্যপ্রাণী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি এলাকার উদ্যোমী তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে “আলী দেওনা পাখি সংরক্ষণ” কমিটি নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তুলেছেন।

বিভিন্ন গণসচেতনতা মূলক প্রচার-প্রচারণা যেমন- পোষ্টার, লিফলেট, ব্যানার তৈরি ও বিতরণ, মাইকিং, কুইজ প্রতিযোগীতা আয়োজন, বৃক্ষরোপণ, বন্যপ্রাণী উদ্ধার অভিযান পরিচালনা, শিকারে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি (জাল, ফাঁদ, এয়ারগান ইত্যাদি) উদ্ধারসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন।

আবাসস্থল সংরক্ষণ

নওগাঁর মহাদেবপুরসহ রাজশাহী ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পাখিসহ সকল ধরণের বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছেন।

মহাদেবপুরে আলিদেওনা গ্রামে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি

দিনকাল

বাংলাদেশ প্রতিদিন

সবুজে বাঁচি, সবুজ বাঁচাই,
নগর-প্রাণ-প্রকৃতি সাজাই